দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 5 JUL 2012
পৃষ্ঠা 28 কলাম 9

নামি তিন স্কুলকে এক মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দেয়ার নির্দেশ

অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর ভিকারুন নিসা নূন, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজে ভর্তির সময় অতিরিক্ত নেয়া ফি ফেরত বা সমন্বয় করার জন্য এক মাসের সময় দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ভর্তি ফি বাবদ মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ৩ হাজার ৫৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে ৫ কোটি ২৩ লাখ টাকা, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ ২ হাজার ৬৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে ৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা এবং ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ ১ হাজার ৬২৭ জন ছাত্রীর কাছ থেকে ৬৮ লাখ টাকা অতিরিক্ত ফি আদায় করেছে। তিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত না থাকায় সমন্বয় বা ফেরত দেয়নি বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

মনিপুর, আইডিয়াল ও ভিকারুন নিসা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তিতে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ তাদের মাসিক বেতনের সাথে সমন্বয় করা বা ফেরত দেয়ার লক্ষ্যে এক মাসের সময় দিয়ে নোটিস প্রদান এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বিএএফ শাহীন কলেজ এবং মিরপুর বাংলা স্কুল এন্ড কলেজ ভর্তিতে নেয়া অতিরিক্ত অর্থ শিক্ষার্থীদের বেতনের সাথে সমন্বয় করেছে। আদমজী ক্যান্ট পাবলিক স্কুল সেনাসদরের অনুমতিক্রমে আগামী বছরের সেশন চার্জের সাথে সমন্বয় করবে।

ঢাকা মহানগরীর ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তিতে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

নামি তিন স্কুলকে এক

২৪ পৃষ্ঠার পর

মাসিক বেতনের সাথে সমন্বয় করা বা ফেরত দেয়ার বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক,১৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিএএফ শাহীন কলেজ ১৩১ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আদায় করা ৭৮ হাজার ৬০০ টাকা এবং মিরপুর বাংলা স্কুল এন্ড কলেজ ৪৪০ জনের কাছ থেকে আদায় করা অর্থ তাদের মাসিক বেতনের সাথে সমন্বয় করেছে। ৭টি প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করা হয়নি। অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ এবং শহীদ বীর উত্তম লে: আনোয়ার গার্লস কলেজ-এর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। আদমজী ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ২৪ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২৭ হাজার ৯২ টাকা অতিরিক্ত আদায় করেছে এবং সেনা সদরের অনুমতিক্রমে আগামী বছরের সেশন চার্জের সাথে তা সমন্বয় করবে। হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১ হাজার ৩৪ জন ছাত্রীর কাছ থেকে ১২ লাখ ৯৪ হাজার টাকা অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায় করেছে। কিন্তু এটি সরকারের এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যয় হবে বলে তারা জানিয়েছে।